সংবাদ | সাক্ষাৎকার | টক-শো | ম্যাগাজিন

The DhakaChat বাংলা

ই-পেপার

www.thedhakachat.com

২১ আগস্ট ২০২৫ |বৃহস্পতিবার

ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ ১০ সেপ্টেম্বর: ইসি

ডেস্ক রিপোর্ট: ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা আগামী ১০ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
বুধবার (২০ আগস্ট) ইসির উপসচিব মো. মাহবুব আলম শাহ স্বাক্ষরিত মাঠ পর্যায়ে পাঠানো চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্রের তালিকা সংরক্ষণ ও চূড়ান্তকরণে ২৫ দিন আগে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এলাকা ভিত্তিক ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ, খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকার ওপর দাবি/আপত্তি গ্রহণ ও দাবি/আপত্তিগুলো ভোটকেন্দ্র স্থাপন নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পন্ন করে ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

নির্বাচন উপলক্ষে প্রকাশিত ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালার আলোকে ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ নির্ধারণ করে এলাকা ভিত্তিক ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ, খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকার ওপর দাবি/আপত্তি গ্রহণ ও দাবি/আপত্তিগুলো নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পন্ন করে সম্ভাব্য চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য নির্বাচন কমিশন নির্দেশনা প্রদান করেছেন, খবর বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর।
কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ১০ সেপ্টেম্বর খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা হবে।
খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকার ওপর দাবি/আপত্তি গ্রহণের শেষ দিন ২৫ সেপ্টেম্বর এবং প্রাপ্ত দাবি/আপত্তির নিষ্পত্তির শেষ তারিখ ১২ অক্টোবর।
এছাড়া খসড়া ভোটকেন্দ্রের সম্ভাব্য তালিকা চূড়ান্ত করা হবে ২০ অক্টোবর।

ভারতে আওয়ামী লীগের কার্যালয় ‘অবিলম্বে’ বন্ধ করতে বলল বাংলাদেশ

ডেস্ক রিপোর্ট: ভারতের মাটিতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যালয় অবিলম্বে বন্ধ করতে দিল্লিকে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ।
বুধবার (২০ আগস্ট) এক বিবৃতিতে এ অনুরোধ জানায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ভারতের রাজধানী দিল্লি ও কলকাতায় বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অফিস স্থাপনের খবর বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতের মাটিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কর্তৃক ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশবিরোধী কার্যকলাপের অংশ হিসেবে এ ঘটনা ঘটেছে। মানবতাবিরোধী গুরুতর অপরাধের কারণে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলায় পলাতক থাকা আওয়ামী লীগের অনেক সিনিয়র নেতা এখন ভারতীয় ভূখণ্ডে রয়েছেন।
গত ২১ জুলাই সন্ধ্যায় একটি এনজিওর আড়ালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলটির (আওয়ামী লীগ) কয়েকজন সিনিয়র নেতা দিল্লি প্রেসক্লাবে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের লক্ষ্যে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের সদস্যদের মধ্যে পুস্তিকা বিতরণ করেছেন। ভারতীয় গণমাধ্যমের বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন ভারতের মাটিতে এই দলের ক্রমবর্ধমান তৎপরতার কথা নিশ্চিত করেছে, খবর ঢাকা পোস্ট।
ভারতের মাটিতে অবস্থান করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের পলাতক নেতাকর্মীদের বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো, বিশেষ করে অবৈধভাবে অফিস স্থাপনসহ যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বাংলাদেশের জনগণ এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবমাননা। এ ঘটনা পারস্পরিক বিশ্বাস এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে পরিচালিত ভারতের সঙ্গে সু-প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার ঝুঁকিও বহন করে এবং বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক রূপান্তরের জন্য গুরুতর প্রভাব ফেলে।
এটি বাংলাদেশে জনসাধারণের মধ্যে নেতিবাচক অনুভূতির (পাবলিক সেন্টিমেন্ট) উদ্রেক করতে পারে, যা দুই নিকটতম প্রতিবেশীর মধ্যে সম্পর্ক আরও উন্নত করার জন্য উভয় দেশের চলমান প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করতে পারে।
অতএব, বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারকে অনুরোধ করছে, বাংলাদেশি কোনো নাগরিক দ্বারা ভারতের মাটিতে যেন বাংলাদেশবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালিত না হতে পারে তা নিশ্চিতে তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং অবিলম্বে ভারতের মাটিতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যালয় বন্ধ করবে।

পদোন্নতি বঞ্চিত কর্মকর্তাদের আবেদনের ২য় পর্যায়ের প্রতিবেদন উপদেষ্টার নিকট পেশ

ডেস্ক রিপোর্ট: পদোন্নতি বঞ্চিত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের আবেদন পর্যালোচনা কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রতিবেদনটি জমা দেন কমিটির আহ্বায়ক ও সাবেক অর্থ সচিব জাকির আহমেদ খান। এ সময় প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়াও উপস্থিত ছিলেন।

২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে চাকরিতে পদোন্নতিতে বঞ্চিত হয়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আবেদন পর্যালোচনার জন্য ২০২৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি গঠন করা হয়। জনপ্রশাসন, অর্থ ও আইন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিরা এতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রথম ধাপে উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে বঞ্চনার অভিযোগ পর্যালোচনা শেষে গত বছরের ১০ ডিসেম্বর প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ধাপে প্রশাসন ক্যাডার ছাড়া অন্যান্য ক্যাডারের আবেদন আহ্বান করা হলে ৩১৮টি আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্যে ১০৮টি আবেদন তথ্যগত ত্রুটি বা কমিটির আওতার বাইরে থাকায় গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে ২১০টি আবেদন যাচাই-বাছাই করে ১৪টি সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত সুপারিশ তৈরি করে কমিটি।

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের লিখিত মতামত, বৈঠকে উপস্থিত প্রতিনিধিদের পরামর্শ ও দ্বিতীয় ধাপে প্রশাসন ক্যাডার ছাড়া অন্যান্য ক্যাডারের আবেদন আহ্বান করা হলে ৩১৮টি আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্যে ১০৮টি আবেদন তথ্যগত ত্রুটি বা কমিটির আওতার বাইরে থাকায় গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে ২১০টি আবেদন যাচাই-বাছাই করে ১৪টি সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত সুপারিশ তৈরি করে কমিটি। প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ করে কমিটি ভূতাপেক্ষ পদোন্নতির সুপারিশ করে।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, গ্রেড-১ পদে ১২ জন, গ্রেড-২ পদে ৩২ জন এবং গ্রেড-৩ পদে ৩৪ জনসহ মোট ৭৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬ জনকে ৩ ধাপ, ১৭ জনকে ২ ধাপ এবং ৫৫ জনকে ১ ধাপ পদোন্নতির সুপারিশ রয়েছে।

অন্যদিকে, ১৩২ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয়নি। তাদেরকে কেন পদোন্নতির সুপারিশ করা হয়নি প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সুনির্দিষ্ট কারণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিমানের কোটি টাকার চাকা চুরি!

ডেস্ক রিপোর্টঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উড়োজাহাজে ব্যবহৃত ১০টি চাকা চুরি করে দেশের একটি বেসরকারি এয়ারলাইন্সকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী এয়ারলাইন্সটির দুই কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিমানবন্দর থানায় গত সোমবার (১৮ আগস্ট) একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন বিমানের সহকারী ব্যবস্থাপক (নিরাপত্তা) মোশারেফ হোসেন। তবে জিডিতে বিষয়টি সরাসরি চুরি হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে, ১৬ আগস্ট (শনিবার) সন্ধ্যায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্সের পাশে অকশন শেড থেকে ১০টি 'আনসার্ভিসেবল টায়ার' খুঁজে পাওয়া যায়নি।

অভিযোগ অনুযায়ী, জিজ্ঞাসাবাদে বিমানের ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট সুপারভাইজার আরমান হোসেন ও স্টোর হেলপার সামসুল হক জানিয়েছেন, চাকার সেট একটি বেসরকারি এয়ারলাইন্সকে দেওয়া হয়েছে। তবে এটি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়নি।

বিমানের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, প্রতিটি চাকার দাম ৫ থেকে ১৫ হাজার মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ১০টি চাকার মূল্য প্রায় কোটি টাকা। এসব চাকা ব্যবহারের পর অকশন শেডে রাখা ছিল।

বিমানবন্দর থানার ওসি তাসলিমা আক্তার জানিয়েছেন, "বিমানের পক্ষ থেকে একটি জিডি করা হয়েছে। আমরা বিষয়টি তদন্ত করছি এবং বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একাধিক উড়োজাহাজে ত্রুটি ধরা পড়ে। রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর এবার নতুন করে সামনে এলো চাকা চুরির অভিযোগ।

পিআর পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে : নজরুল ইসলাম খান

ডেস্ক রিপোর্ট: আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতি চালুর আগে জনগণের রায় নেওয়ার কথা বলেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।

বুধবার (২০ আগস্ট) নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত যৌথসভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করার সময় তিনি এমন মন্তব্য করেন, খবর ঢাকা পোস্ট।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, পিআর পদ্ধতিতে ধারণার ভিত্তিতে কোনো নির্বাচন হতে পারে না। জনগণের কাছে জিজ্ঞেস না করেই তাদের ওপর এটা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে জনগণের মতামত নেওয়ার কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, সব দল পিআর পদ্ধতি যদি মেনেও নেয়, তারপরও সংবিধান সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন সম্ভব নয়। নির্বাচিত সংসদ এটি বাস্তবায়ন করতে পারবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, ইভিএম ব্যবহার বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। কিন্তু নতুন করে পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে পুরো নির্বাচনী কাঠামো পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে।

তিনি বলেন, জনগণের ওপর নতুন পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক। সংবিধান সংশোধন ছাড়া পিআর পদ্ধতি চালু করা সম্ভব নয়। সংবিধান সংশোধন করতে পারে কেবল একটি নির্বাচিত সংসদ। এখনকার সংসদ জনগণের নির্বাচিত নয়।

এ সময় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে। যে পতাকা রেখে গিয়েছিলেন তা ধারণ করে খালেদা জিয়া সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বিএনপিকে।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সংকট কাটেনি, গণতন্ত্র এখনো পুনরুদ্ধার হয়নি। সামনে বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিতে হবে, বিএনপি গণতন্ত্র উদ্ধারে প্রস্তুত। এখনও অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত হয়নি। নির্বাচন নিয়ে নানা চক্রান্ত ষড়যন্ত্র চলছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

সভায় আগামী ১ সেপ্টেম্বর বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ওই দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও রাজনৈতিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান নেতারা।

নির্বাচন করবো কি না সিদ্ধান্ত নেইনি: আসিফ মাহমুদ

ডেস্ক রিপোর্ট: অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর তাদের ওপর গুরুদায়িত্ব এসেছে। তবে তিনি নির্বাচনে অংশ নেবেন কি না, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেননি, খবর ইত্তেফাক।

বুধবার (২০ আগস্ট) গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ১ হাজার ৪৯০ মিটার দীর্ঘ 'মাওলানা ভাসানী সেতু' উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, "মানুষের জন্য কাজ করব, সেটা রাজনৈতিকভাবেই করব। তবে নির্বাচন করব কিনা বা কোন প্রক্রিয়ায় করব—এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। আপাতত সরকারের দায়িত্ব শেষ করার দিকেই মনোযোগ দিচ্ছি।"

তিনি আরও বলেন, দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ ও রাজনীতিকে জনগণের কল্যাণমুখী ধারায় ফিরিয়ে আনা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে আছে আর্থিক খাত: গভর্নর

ডেস্ক রিপোর্ট: দেশের আর্থিক খাত ‘মারাত্মক ঝুঁকির’ মধ্যে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর।
বুধবার (২০ আগস্ট) রাজধানীর এক হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, “সরকার আর্থিক খাতকে উন্নত করতে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। প্রথমত, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। দাম স্থিতিশীল না হলে কিছুই সম্ভব নয়, খবর বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর।

“দ্বিতীয়ত, আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে, যা বর্তমানে মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মধ্যে আছে।”

গভর্নর বলেন, “আমরা সবাই জানি, দেশের উন্নয়নের অবস্থা এবং ব্যাংকিং খাতের নাজুক পরিস্থিতি। একে স্থিতিশীল করতে আমাদের একটি পরিকল্পনা আছে, যা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নে তিন থেকে চার বছর সময় লাগবে। তবে এটা করা সম্ভব এবং আমরা তা করবই।”
গভর্নরের মতে, তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হল- নতুন উদ্ভাবন এবং আর্থিক শিক্ষার প্রসার। এই খাতেও একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি তুলে ধরেন।
গত বছর গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আর্থিক খাতের দুর্দশার চিত্র একের পর এক সামনে আসতে থাকে।

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একের পর এক অনিয়ম, জালিয়াতি ও প্রভাব খাটিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা বের করে বিদেশে পাচার করার তথ্য তুলে ধরা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে।
এসব তথ্য প্রকাশ হতে থাকলে গ্রাহক সেসব ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। এতে কিছু ব্যাংকের হাড্ডিসার খোলস বেরিয়ে আসে।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগে থেকেই অর্থনীতিতে সংকট চলছিল। ২০২৪ সালের জুনে আওয়ামী লীগ সরকার যখন নতুন অর্থবছরের বাজেট দিয়েছিল, তখনো অর্থনীতি খুব একটা ভালো অবস্থায় ছিল না।

কিন্তু এরপর জুলাই-অগাস্টের আন্দোলন, নজিরবিহীন অস্থিরতা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে আস্থার যে সঙ্কট আর অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরেও সেখান থেকে সামলে ওঠা যায়নি।
জিডিপিতে বিদেশি সহায়তার অংশ কমে যাওয়ায় এখন বাংলাদেশকে নিজস্ব অর্থ জোগাড়ের সক্ষমতা বাড়াতে হবে বলে গভর্নর মনে করেন।
বর্তমানে রাজস্ব আদায় পর্যাপ্তভাবে হচ্ছে না তুলে ধরে আহসান মনসুর বলেন, এ খাতে বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের থেকে পিছিয়ে রয়েছে। তাছাড়া সরকার এ খাত নিয়ে কাজ করছে যেন আয় বাড়ানো যায়। সেজন্য রাজস্ব আদায়ে আরো বেশি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

গভর্নর বলেন, “রাজস্ব আহরণে বাংলাদেশ ভালো করতে পারছে না, এ খাতে আমাদের আরও মনোযোগ দিতে হবে। সরকার কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্মকর্তাদের ধর্মঘটের নেতিবাচক প্রভাব আমরা দেখেছি। তারা মূলত তাদের বিদ্যমান অবস্থা বজায় রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু এটি কোনো সমাধান নয়।”
তিনি বলেন, “আমাদের রাজস্ব আহরণ বাড়াতে হবে। ভারত যদি জিডিপির ১৮-২০ শতাংশ, নেপাল যদি ২০ শতাংশের বেশি রাজস্ব তুলতে পারে, তবে আমরা কেন পিছিয়ে থাকব?”
কেয়ার বাংলাদেশ আয়োজিত ‘দ্য নেক্সট ফ্রন্টিয়ার: ড্রাইভিং ডেভেলপমেন্ট উইথ মার্কেটস, ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনোভেশন’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বিদেশি অর্থায়ন শুধু প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বেসরকারি খাতেও বিদেশি অর্থায়নের সুযোগ রয়েছে।
বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে কাজে লাগানোর বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে বলেও গর্ভনর মনে করেন।

বাধ্যতামূলক ছুটিতে বিএফআইইউ প্রধান

ডেস্ক রিপোর্ট: অশ্লীল, আপত্তিকর ভিডিও কাণ্ডে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।
তিনি বলেন, ‘তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিএফআইইউ-প্রধান ছুটিতে থাকবেন। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, খবর বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর।
সোমবার শাহীনুল ইসলামের একাধিক আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। শাহীনুল ইসলাম এটিকে ভুয়া দাবি করলেও প্রাথমিকভাবে ফ্যাক্ট চেক করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ ভিডিও সঠিক বলে জানতে পেরেছে।
আবার গতকাল তিনি অফিসে আসেননি। এমন সময়ে তাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হলো।

সবখবর সবার আগে পেতে ভিজিট করুন-

www.thedhakachat.com

The DhakaChat বাংলা

https://www.youtube.com/@DhakaChat
https://www.facebook.com/DhakaChatShow

Publisher: **DPH Agency**
E-mail: dhakachat.show@gmail.com